গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট
বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ, বান্দরবান।
(Web: ksibandarban.portal.gov.bd, Facebook: Ksi Bandarban)

রবীন্দ্র জন্মবার্ষিকী সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ১৪৩১/২০২৪'এর বিজ্ঞপ্তি

আগামী ২৫শে বৈশাখ ১৪৩১ (৮ই মে ২০২৪) বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৩তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বান্দরবান ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের সংস্কৃতি শাখার উদ্যোগে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ নিয়ে **রবীন্দ্র জন্মবার্ষিকী সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ১৪৩১/২০২৪** কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। আগ্রহী ছাত্রছাত্রী ও শিল্পীগণকে সরকার নির্দেশিত স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে প্রতিপালন করে এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে।

শাখা	প্রতিযোগীর শ্রেণি	প্রতিযোগিতার বিষয়	
'ক'	প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কিন্ডারগার্টেন স্কুলের ছাত্রছাত্রী	১)	বক্তৃতা : আমার প্রিয় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
		২)	কবিতা আবৃত্তি : মাস্টারবাবু কবি : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
		৩)	চিত্রাঙ্কন : পেন্সিল স্কেচ (রবীন্দ্র প্রতিকৃতি)
		৪)	উপস্থিত রচনা (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিষয়ক)
		৫)	রবীন্দ্র সংগীত
		৬)	নৃত্য (রবীন্দ্র সংগীতে)
'খ'	উচ্চ বিদ্যালয় ও জুনিয়র হাই স্কুলের ছাত্রছাত্রী	১)	বক্তৃতা : বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
		২)	কবিতা আবৃত্তি : লুকোচুরি কবি : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
		৩)	চিত্রাঙ্কন : পেন্সিল স্কেচ (রবীন্দ্র প্রতিকৃতি)
		৪)	উপস্থিত রচনা (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিষয়ক)
		৫)	রবীন্দ্র সংগীত
		৬)	নৃত্য (রবীন্দ্র সংগীতে)
'গ'	কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী	১)	বক্তৃতা : নোবেল পুরস্কার ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
		২)	কবিতা আবৃত্তি : নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ কবি : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
		৩)	চিত্রাঙ্কন : পেন্সিল স্কেচ (রবীন্দ্র প্রতিকৃতি)
		৪)	উপস্থিত রচনা (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিষয়ক)
		৫)	রবীন্দ্র সংগীত
		৬)	নৃত্য (রবীন্দ্র সংগীতে)

প্রতিযোগিতার সময়সূচি

তারিখ ও বার	সময়	প্রতিযোগিতার বিষয়
৩রা মে ২০২৪ শুক্রবার	সকাল ০৯.০০টা (মহড়া কক্ষ-১/২)	চিত্রাঙ্কন : পেন্সিল স্কেচ (রবীন্দ্র প্রতিকৃতি)
	সকাল ১০.০০টা (গ্রন্থাগার ২য় তলায়)	উপস্থিত রচনা (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিষয়ক)
	সকাল ১০.৩০টা (অডিটরিয়াম)	বক্তৃতা (নির্ধারিত বিষয়ে)
	সকাল ১১.৩০টা (অডিটরিয়াম)	কবিতা আবৃত্তি (নির্ধারিত কবিতা)
	বিকাল ০৩.০০টা (অডিটরিয়াম)	রবীন্দ্র সংগীত
	বিকাল ০৪.০০টা (অডিটরিয়াম)	নৃত্য (রবীন্দ্র সংগীতে কোরিওগ্রাফ)

প্রতিযোগিতার নিয়মাবলি

ক) বান্দরবান পার্বত্য জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীগণ নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের মাধ্যমে, স্থানীয় সাংস্কৃতিক সংগঠন বা শিল্পী গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত শিল্পীগণ নিজ নিজ সংগঠন বা গোষ্ঠীর প্রধানের মাধ্যমে এবং বান্দরবান পার্বত্য জেলার বাসিন্দা তবে দেশের অন্যত্র বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত এমন ছাত্রছাত্রীগণ সরাসরি এ ইনস্টিটিউটের সংস্কৃতি শাখায় অফিস চলাকালে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য নাম জমাদান করতে পারবে। dir.ksibban@gmail.com ঠিকানায় ই-মেইলযোগে এবং Ksi Bandarban, Kalipada Dey ও Pran Gopal Sarker ফেসবুক প্রোফাইলে মেসেঞ্জার মারফতও নাম জমাদান করা যাবে। নাম জমাদানের ক্ষেত্রে প্রতিযোগীর নাম, স্কুল পর্যায়ে হলে অধ্যয়নরত শ্রেণি, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে হলে বর্ষ ও ডিগ্রির নাম (স্নাতক বা সম্মান অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রির নাম এবং বিভাগের নাম), শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম এবং প্রতিযোগিতার বিষয় উল্লেখ করতে হবে। এছাড়াও মোবাইল ফোনের নম্বর এবং ফেসবুক আইডি জমাদান করতে হবে। E-mail ঠিকানাও দেওয়া যাবে।

খ) প্রতিযোগীগণের নাম জমাদানের শেষ সময়সীমা : **২রা মে ২০২৪ বৃহস্পতিবার।**

গ) প্রতিযোগিতার সকল বিষয়ই একক প্রতিযোগীর। তবে প্রতিটি বিষয়ে অন্যূন ৩ জন প্রতিযোগী থাকতে হবে।

ঘ) একজন প্রতিযোগী সর্বাধিক ৩টি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। ৩টির অধিক বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করলে সংশ্লিষ্ট প্রতিযোগীর সকল ফলাফল বাতিল করা হবে।

ঙ) প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/ শিল্পী গোষ্ঠী থেকে একটি বিষয়ে অনধিক ৫ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করতে পারবে।

চ) এক শাখার প্রতিযোগী অন্য শাখার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

ছ) উপস্থিত রচনা লেখার ক্ষেত্রে প্রতিটি শাখার বিষয় নির্ধারণের জন্য কেবল একবার করে লটারি করা হবে এবং লটারির মাধ্যমে নির্ধারিত বিষয়েই সংশ্লিষ্ট শাখার প্রতিযোগীগণকে রচনা লিখতে হবে।

জ) চিত্রাঙ্কন বিষয়ে অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগীগণকে এ ইনস্টিটিউট হতে চিত্রাঙ্কনের উপযোগী কাগজ, পেন্সিল, পেন্সিল শার্পনার ও ইরেজার সরবরাহ করা হবে (ফেরৎযোগ্য)। তবে চিত্রাঙ্কনের সুবিধার্থে প্রতিযোগীগণের নিজ দায়িত্বে নিজ নিজ চিত্রাঙ্কন বোর্ড সাথে নিয়ে আসতে হবে।

ঝ) কবিতা মুখস্থ আবৃত্তি করতে হবে; অন্যথায় আবৃত্তির জন্য অযোগ্য বা ডিসকোয়ালিফাইড বলে গণ্য হবে।

ঞ) লিখিত বক্তৃতা পাঠ করা যাবে না; লিখিত বক্তৃতা পাঠ করলে অযোগ্য (ডিসকোয়ালিফাইড) বলে গণ্য হবে।

ট) প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিষয়ের মান নির্ধারণকারী বিচারক কমিটিসমূহ কর্তৃক ঘোষিত ফলাফলই চূড়ান্ত।

ঠ) প্রতিযোগিতার প্রতিটি শাখায় প্রতিটি বিষয়ে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় এবং প্রতিটি শাখার জন্য সার্বিক নৈপুণ্যের ভিত্তিতে 'গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান' পুরস্কার প্রদান করা হবে। তবে কমপক্ষে একটি বিষয়ে প্রথম পুরস্কার না পেলে কিংবা একাধিক বিষয়ে পুরস্কার না পেলে 'গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান' পুরস্কার প্রদান করা হবে না। পয়েন্ট বণ্টন : প্রথম ৫, দ্বিতীয় ৩ এবং তৃতীয় ১।

ড) প্রতিযোগিতায় কিংবা পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য কোন প্রতিযোগীকে যাতায়াত অথবা অন্যান্য রাহা খরচ বাবদ কোন প্রকার টিএ/ ডিএ/ ভাতা প্রদান করা হবে না।

ঢ) বিজয়ী প্রতিযোগীগণকে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে স্বয়ং হাজির হয়ে নিজ নিজ পুরস্কার ও প্রশংসা পত্র গ্রহণ করতে হবে।

ণ) প্রতিযোগিতা এবং পুরস্কার ও প্রশংসা পত্র বিতরণের স্থান : ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বান্দরবান।

ত) পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের সম্ভাব্য সময়সূচি : আগামী ২৫শে বৈশাখ ১৪৩১ (৮ই মে ২০২৪) বুধবার বিকাল ০৪.০০টায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৩তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান "হে নূতন" আয়োজন করা হবে এবং প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের পুরস্কার ও প্রশংসা পত্র বিতরণ করা হবে।

২৫.০৪.২০২৪

(মং নু চিং)

পরিচালক

নং - ক্ষুসাই/বা-বান/সঃ ২২/২০২২/ ৪৮৭ তারিখ : ২৫শে এপ্রিল ২০২৪

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য :-

১। মাননীয় চেয়ারম্যান, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ, বান্দরবান।
২। জেলা প্রশাসক, বান্দরবান পার্বত্য জেলা।
৩। জনাব সিংইয়ং ম্রো, আহ্বায়ক, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট বিষয়ক কনভেনিং কমিটি ও সম্মানিত সদস্য, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ, বান্দরবান।

অনুলিপি সদয় অবগতি ও সংবাদ বিজ্ঞপ্তি আকারে ব্যাপক প্রচারের জন্য (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :-

৪। আঞ্চলিক পরিচালক, বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান।
(দৃষ্টি আকর্ষণ : বার্তা নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান)
৫। জেলা শিক্ষা অফিসার, বান্দরবান পার্বত্য জেলা।
৬। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, বান্দরবান পার্বত্য জেলা।
৭। জেলা তথ্য অফিসার, বান্দরবান পার্বত্য জেলা।

৮। ____________________________________

____

২৫.০৪.২০২৪
(মং নু চিং)
পরিচালক
ফোন : ০২৩৩৩৩০২২২৪
E-mail: dir.ksibban@gmail.com

নং - ক্ষুসাই/বা-বান/সঃ ২২/২০২২/ ৪৮৭ তারিখ : ২৫শে এপ্রিল ২০২৪

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য :-

০১। সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। যুগ্মসচিব (অনুষ্ঠান), সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৩। উপসচিব, পরিমেয় ঐতিহ্য শাখা, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

০৪। ____
সম্মানিত সদস্য, নির্বাহী পরিষদ, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বান্দরবান।

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :-

০৫। মেয়র, বান্দরবান পৌরসভা, বান্দরবান পার্বত্য জেলা।
০৬। চেয়ারম্যান, বান্দরবান সদর উপজেলা পরিষদ, বান্দরবান পার্বত্য জেলা।
০৭। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বান্দরবান সদর উপজেলা, বান্দরবান পার্বত্য জেলা।
০৮। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, বান্দরবান সদর উপজেলা, বান্দরবান পার্বত্য জেলা।
০৯। উপজেলা শিক্ষা অফিসার, বান্দরবান সদর উপজেলা, বান্দরবান পার্বত্য জেলা।
১০। সংশ্লিষ্ট নথি/ নোটিশ বোর্ড (প্রশাসনিক ভবন/ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র)।

২৫.০৪.২০২৪
(মং নু চিং)
পরিচালক

<u>ক-শাখা</u>

মাস্টারবাবু

--- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমি আজ কানাই মাস্টার,
পোড়ো মোর বেড়ালছানাটি।
আমি ওকে মারি নে মা, বেত,
মিছিমিছি বসি নিয়ে কাঠি।
রোজ রোজ দেরি করে আসে,
পড়াতে দেয় না ও তো মন,
ডান পা তুলিয়ে তোলে হাই
যত আমি বলি 'শোন্ শোন্'।
দিনরাত খেলা খেলা খেলা,
লেখায় পড়ায় ভারি হেলা।
আমি বলি 'চ ছ জ ঝ ঞ'
ও কেবল বলে 'মিয়োঁ মিয়োঁ'।

প্রথম ভাগের পাতা খুলে
আমি ওরে বোঝাই মা, কত ---
চুরি করে খাস নে কখনো,
ভালো হোস গোপালের মতো।
যত বলি সব হয় মিছে,
কথা যদি একটিও শোনে ---
মাছ যদি দেখেছে কোথাও
কিছুই থাকে না আর মনে।
চড়াই পাখির দেখা পেলে
ছুটে যায় সব পড়া ফেলে।
যত বলি 'চ ছ জ ঝ ঞ'
দুষ্টুমি করে বলে 'মিয়োঁ'।

আমি ওরে বলি বার বার,
'পড়ার সময় তুমি পোড়ো,
তার পরে ছুটি হয়ে গেলে
খেলার সময় খেলা কোরো।'
ভালোমানুষের মতো থাকে,
আড়ে আড়ে চায় মুখপানে,

এম্‌নি সে ভান করে যেন
যা বলি বুঝেছে তার মানে।
একটু সুযোগ বোঝে যেই
কোথা যায় আর দেখা নেই।
আমি বলি 'চ ছ জ ঝ ঞ'
ও কেবল বলে 'মিয়োঁ মিয়োঁ'।

<u>খ-শাখা</u>

লুকোচুরি

--- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমি যদি দুষ্টুমি করে   চাঁপার গাছে চাঁপা হয়ে ফুটি,
ভোরের বেলা, মা গো, ডালের ’পরে   কচি পাতায় করি লুটোপুটি
তবে তুমি আমার কাছে হারো ---
তখন কি, মা, চিনতে আমায় পারো?
তুমি ডাকো ‘খোকা কোথায় ওরে’,
আমি শুধু হাসি চুপটি করে।

যখন তুমি থাকবে যে কাজ নিয়ে   সবই আমি দেখব নয়ন মেলে।
স্নানটি করে চাঁপার তলা দিয়ে   আসবে তুমি পিঠেতে চুল ফেলে ---
এখান দিয়ে পুজোর ঘরে যাবে,
দূরের থেকে ফুলের গন্ধ পাবে।
তখন তুমি বুঝতে পারবে না সে
তোমার খোকার গায়ের গন্ধ আসে।

দুপুরবেলা মহাভারত হাতে   বসবে তুমি সবার খাওয়া হলে,
গাছের ছায়া ঘরের জানালাতে   পড়বে এসে তোমার পিঠে কোলে।
আমি আমার ছোট্ট ছায়াখানি
দোলাব তোমার বইয়ের ’পরে আনি।
তখন তুমি বুঝতে পারবে না সে
তোমার চোখে খোকার ছায়া ভাসে।

সন্ধেবেলায় প্রদীপখানি জ্বেলে   যখন তুমি যাবে গোয়াল-ঘরে
তখন আমি ফুলের খেলা খেলে   টুপ করে, মা, পড়ব ভুঁয়ে ঝরে!
আবার আমি তোমার খোকা হব,
‘গল্প বলো’ তোমায় গিয়ে কব।
তুমি বলবে, ‘দুষ্টু, ছিলে কোথা?’
আমি বলব, ‘বলব না সে কথা।’

গ-শাখা

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ

--- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের ’পর,
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে প্রভাতপাখির গান!
না জানি কেন রে এত দিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ।
জাগিয়া উঠেছে প্রাণ,
ওরে উথলি উঠেছে বারি,
ওরে প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ রুধিয়া রাখিতে নারি।
থর থর করি কাঁপিছে ভূধর,
শিলা রাশি রাশি পড়িছে খসে,
ফুলিয়া ফুলিয়া ফেনিল সলিল
গরজি উঠিছে দারুণ রোষে।
হেথায় হোথায় পাগলের প্রায়
ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাতিয়া বেড়ায় ---
বাহিরিতে চায়, দেখিতে না পায় কোথায় কারার দ্বার।
কেন রে বিধাতা পাষাণ হেন,
চারি দিকে তার বাঁধন কেন!
ভাঙ্ রে হৃদয়, ভাঙ্ রে বাঁধন,
সাধ্ রে আজিকে প্রাণের সাধন,
লহরীর ’পরে লহরী তুলিয়া
আঘাতের ’পরে আঘাত কর্।
মাতিয়া যখন উঠেছে পরান
কিসের আঁধার, কিসের পাষাণ!
উথলি যখন উঠেছে বাসনা
জগতে তখন কিসের ডর!

আমি ঢালিব করুণাধারা,
আমি ভাঙিব পাষাণকারা,
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল-পারা
কেশ এলাইয়া, ফুল কুড়াইয়া,
রামধনু-আঁকা পাখা উড়াইয়া,
রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া দিব রে পরান ঢালি।

শিখর হইতে শিখরে ছুটিব,
ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব,
হেসে খলখল গেয়ে কলকল তালে তালে দিব তালি।
এত কথা আছে এত গান আছে, এত প্রাণ আছে মোর,
এত সুখ আছে, এত সাধ আছে --- প্রাণ হয়ে আছে ভোর।

কী জানি কী হল আজি, জাগিয়া উঠিল প্রাণ ---
দূর হতে শুনি যেন মহাসাগরের গান।
ওরে, চারি দিকে মোর
এ কী কারাগার ঘোর ---
ভাঙ্‌ ভাঙ্‌ ভাঙ্‌ কারা, আঘাতে আঘাত কর্‌।
ওরে আজ কী গান গেয়েছে পাখি,
এসেছে রবির কর।